ভোরের কাগজ

তারিখ ... 12 JAN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

ঠাকুরগাঁওয়ে ডিগ্রির ৩ বিষয়ের প্রশ্নপত্রই ফাঁস হয়েছিল

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি : ঠাকুরগাঁওয়ে ডিগ্রি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় আটক এক পরীক্ষার্থী রিমান্ডে প্রশ্নপত্র ফাঁসের চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রদান করেছে। জানা যায়, ঠাকুরগাঁওয়ের সর্বত্র ইংরেজি, বাংলা ও দর্শন-পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কারণে ৪ জানুয়ারি বাংলা পরীক্ষায় ভন্টী ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী সামছুল আলম (রোল নং-২২৮৪০১) প্রশ্নপত্র সরবরাহ করার আগেই ১ নং প্রশ্নের উত্তরে ২ পাতা লিখে ফেলে। প্রশ্নপত্র সরবরাহ করার সময় কক্ষ পরিদর্শক প্রভাষক নুরুন্নবী দেখে ফেললে তাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের

● শেষাংশ পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

ঠাকুরগাঁওয়ে ডিগ্রির

● প্রথম পাতার পর

পরামর্শক্রমে বহিষ্কার করা হয়। এ ব্যাপারে কক্ষ পরিদর্শকের কাছে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট একটি লিখিত নিয়েছেন বলে কক্ষ পরিদর্শক জানান।

গত ৮ জানুয়ারি সালন্দর ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্র দর্শন ১ম পত্র পরীক্ষা শুরু হওয়ার আধ ঘণ্টা পর পরীক্ষার্থী বাদশা দুলাল (রোল নং-২২৭৮৬৭) চারটি প্রশ্নের উত্তর লেখা ভর্তি খাতা নিয়ে বসে থাকার সময় ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল মান্নান সন্দেহবশত তার খাতা পরীক্ষা করেন। তার কাছ থেকে গত বছরের ০০০৩৫৭৪০৫ নং খাতাটি ৪টি প্রশ্নের উত্তর লেখাসহ উদ্ধার করে। তাকে তাৎক্ষণিক গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে তল্লাশি করলে ঐ দিন সরবরাহকৃত ১০১৪৯৬৮১১ নং খাতাটি লেখাবিহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। এ সময় পরীক্ষার্থী দেলওয়ার হোসেন (রোল ১৪১৮০৮) এ এনামুল হক (রোল ১৪১৮০৯) ঐ দিনের সরবরাহকৃত খাতা নিয়ে পালিয়ে যায়। তারা লেখা ভর্তি ০০০৩৫৭৪০৯ ও ০০০৩৫৭৪১০ নং খাতা ২টি রেখে যায়। এ ব্যাপারে সালন্দর কলেজের অধ্যক্ষ মুজাহিদুল করিম গত ৮ জানুয়ারি সদর থানায় মামলা করেছেন। মামলা নং -১১।

গ্রেপ্তারকৃত পরীক্ষার্থী বাদশা দুলালকে ৫ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। ওসি সামছুল ইসলাম জানান, প্রশ্নপত্র ফাঁস না হলে কিভাবে লেখা ভর্তি খাতা পরীক্ষা শুরু হওয়ার আধা ঘণ্টার মধ্যে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, রিমান্ডে আনার পর অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। সে কোথায় প্রশ্নপত্র কিনেছে বা প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে কারা জড়িত তদন্তের স্বার্থে এখন জানানো সম্ভব হচ্ছে না।

এদিকে ঠাকুরগাঁওয়ে ডিগ্রি পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় গত ৯ জানুয়ারি ৩ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব শুধাংশু শেখর বিশ্বাস আহ্বায়ক, সদর ইউএনও আখতার আলী সরকার ও এনডিসি আব্দুল মান্নানকে সদস্য করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কমিটির আহ্বায়ক শুধাংশু শেখর বিশ্বাস বলেন, আমরা তদন্ত কাজ শুরু করছি। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার যথোপযুক্ত প্রমাণ পেলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে কমিটির পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হবে।

গতকালও ডিগ্রি পরীক্ষায় ঠাকুরগাঁওয়ের ৭টি কেন্দ্রে ২৩ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে।